দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দিনাজপুরের দুই 'পিস স্কুল' গোয়েন্দা নজরদারিতে

■ স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

অনুমোদন ছাড়াই দিনাজপুর শহরে পিস স্কুল নামে দুটি বিতর্কিত স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। অভিযোগ আছে, ভারতের বিতর্কিত ইসলামিক বক্তা জাকির নায়েকের চিন্তাভাবনা ও মতবাদ শেখানো হচ্ছে এই স্কুল দুটিতে। স্কুল দুটির ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসায় শিক্ষা ও পুলিশ প্রশাসন এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। রেখেছে গোয়েন্দা নজরদারিতে।

দিনাজপুর উপশহরের ১ নম্বর ব্লকে রয়েছে এমন একটি স্কুল। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে চালু হয় স্কুলটি। প্লে থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত ৯টি শ্রেণিতে পাঠদান হচ্ছে, শিক্ষার্থী ৩১৭ জন। শহরের ঈদগাহ বস্তি এলাকায় অপর পিস স্কুলটি। ইংলিশ ভার্সনে জাতীয় কারিকুলাম অনুসরণ করা হলেও তাদের সরবরাহকৃত বইয়ের সংখ্যাই বেশি। তাদের প্রচারিত লিফলেটে উল্লেখ রয়েছে, ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ও আরবি ভাষায় শিক্ষার্থীদের সমান দক্ষতায় পাঠদান করানো হচ্ছে। আমপারা ও কোরআনের বাছাইকৃত অংশসহ ৩ পারা পরিমাণ হেফজ শেখানো হয়। শিক্ষার্থীদের পোশাক ভারতের বিতর্কিত ইসলামিক বক্তা জাকির নায়েকের অনুকরণে প্যান্ট, চেক শার্ট, টাই ও মাথায় টুপি ব্যবহার করা হয়।

অভিযোগ- জাকির নায়েকের মতবাদ শেখানো হচ্ছে এই স্কুল দুটিতে

শহরের উপশহর ১ নম্বর ব্লকে অবস্থিত পিস স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, সরকারি বিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হয়। তবে তার পাশাপাশি কোরআন শিক্ষা ও হাদিসের আলোকে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পাঠদানের সময় নামাজ শিক্ষা দেয়া হয় কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র জানায়, ওই বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষক ও ১৬ জন কর্মচারী রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পরিবহনে রয়েছে অত্যাধুনিক বাস। স্কুলের মাসিক ব্যয় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। আয়ের উৎস শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত বেতন। প্লে থেকে নার্সারি পর্যন্ত মাসিক বেতন ৮০০ টাকা, প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১২০০ টাকা, তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ১৫০০ টাকা এবং ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ২ হাজার টাকা বেতন নেয়া হয়। গত আড়াই বছরে বিদ্যালয়ে কোনো মুনাফা হয়নি। স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রকৌশলী মো. ফজলুর রহমান নিজেকে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে জানান। তবে তার এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে তিনি জামায়াতের রাজনীতিকে সমর্থন করেন। ৯ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের সকলেই একই মতাদর্শের। এখানে জিহাদি কার্যক্রম শেখানো হয় কি না জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে।

শহরের ঈদগাহ বস্তি এলাকার স্কুলটি গত জানুয়ারিতে চালু করা হয়। স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ১৫ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। শিক্ষার্থী রয়েছে ৬০ জন। এই স্কুলটিও পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়ে। দোতলা বাড়িটির ভাড়া মাসিক ৪২ হাজার টাকা। স্কুলটি পরিচালনায় রয়েছে ১৮ সদস্যের পর্ষদ। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন নিজে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজমীর হোসাইন দাবি করেন স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সকলেই কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পিস নামকরণের কারণেই স্কুলটি বিতর্কের মুখে পড়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় পরিচালনা পর্ষদের সকলেই এক লাখ টাকা করে অর্থ দিয়ে স্কুলের আসবাবপত্র ক্রয় ও সাজসজ্জা করেছে।

দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সম্রেস চন্দ্র মজুমদার জানান, বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো কোনো অনুমতি ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছে। এই দু'টি স্কুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে পাঠদানের বিষয়ে অভিযোগ ওঠায় আমরা ওই বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো. রুহুল আমিন জানান, পিস স্কুল দুটির পাঠদানের বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠায় ওই স্কুল দুটি নজরদারিতে রাখা হয়েছে। স্কুল দুটির শিক্ষক ও কর্মচারীদের কার্যক্রম এবং পাঠদানের বিষয়বস্তু নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করছে।